ওই যে মায়ের চরণকমল ফুটল শতরূপে,
পুজোর সুবাসমাখা বাতাস বলছে কথা চুপে।
শিউলিবোঁটায় রাঙা রঙিন চন্দ্রাতপের তলে
দশভুজার আলোর ছটা রূপসায়রের কূলে।
তড়িৎপ্রভা আঁখির কোণে আগুন কথা কয়,
ওই হুতাশন শীতল হয়ে স্নেহের ধারা বয়।
বিহানবেলায় মায়ের গানে সুরের কুসুম ফোটে
কমলভ্রমে গুঞ্জে ভ্রমর মায়ের পায়ে জোটে;
শিল্পী তোমার রূপের ডালি ফোটায় তুলির টানে
বাইরের সে রঙের খেলা যায় ধুয়ে কোনখানে।

হৃৎমঞ্চ আলো করে চলুক মায়ের খেলা,
ভক্তিফুলের মুক্তিপূজায় কাটুক জীবনবেলা
বাজনা-বাদ্যি-রোশনাই-জাঁক বাহ্য আড়ম্বরে,
প্রেমের দেবী ঘুমিয়ে থাকেন, শুধুই বছর ঘোরে।
মাগো আমার, আয় ফেলে দে মাটির ঢেলার সাজ
দানব-দলন সত্য করে রক্ষা করো আজ।
নিত্য করো বুকের মাঝে অকালবোধন পূজা।
তোমার মতো প্রতি নারীই হোক মা দশভুজা।

—প্রব্রাজিকা সত্যব্রতপ্রাণা

সৌজন্য : চন্দ্রাবতী নন্দী